সম্পাদকীয় ।। জাল সনদে বেতন নেওয়া শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড, একটি জাতির ভিত্তি বলা হয়। শিক্ষকদের নৈতিকতা, সততা ও আদর্শই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের মূলে থাকে।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচ শিক্ষক দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জাল বিএড সনদ ব্যবহার করে অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করেছেন। এ খবর শুধু দুঃখজনকই নয়, বরং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও সম্মানকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এবং একই সঙ্গে সরকারি টাকা আত্মসাতের মধ্যে ফৌজদারী অপরাধও বটে। যা চাকরিবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০১৯ সালে বিদ্যালয়টি এমপিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে জাল সনদ দেখিয়ে তারা উচ্চতর স্কেলে বেতন গ্রহণ করে আসছেন। অথচ বাস্তবে তারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর কেন্দ্র থেকে এখনো বিএড অধ্যয়নরত এবং মাত্র প্রথম সেমিস্টার শেষ করেছেন। এই তথ্য নিজেই প্রমাণ করে তারা সুস্পষ্ট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

অধিকতর উদ্বেগজনক হলো, বিদ্যালয়ের আরেক সহকারী শিক্ষক আখি তারা খাতুন জাল সনদ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অপরাধে জেল খেটে এসেছেন, তবুও হাজিরা ছাড়া তাকে বেতন প্রদান করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে এ ধরনের অনিয়মে সমর্থন দেওয়া কেবল নৈতিক অধঃপতন নয়, বরং প্রশাসনিক ক্ষমতার স্পষ্ট অপব্যবহার।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন শিক্ষকই অনিয়মের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেন, তখন শিক্ষার্থীদের কাছে সততা ও নৈতিকতার যে শিক্ষাটি দেওয়ার কথা, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা—সবই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য

অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অতিরিক্ত বেতন সরকারি কোষাগারে ফেরত আনা হবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই অনিয়ম পাঁচ বছর ধরে কীভাবে চললো? পর্যবেক্ষণ, অডিট ও তদারকি ব্যবস্থায় কি কোনো ঘাটতি ছিল? ইতিপূর্বে যারা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমনকি শিক্ষা কর্মকর্তারা কি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেননি এমন প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকসহ ওই পাঁচ শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরও এ জবাদদিহীতার মধ্যে আনতে হবে।

এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্ত হওয়া জরুরি। কেবল অতিরিক্ত টাকা ফেরত আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; বরং এমন উদাহরণ তৈরি করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক বা প্রশাসনিক ব্যক্তি জাল সনদ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার সাহস না পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার চর্চার জায়গা। এখানে ভুয়া সনদ, বেতন জালিয়াতি এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি—সব মিলিয়ে যে অস্থির চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এখনই সংশোধন না হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

মেহেরপুরে শিশু বলাৎকারকারীর শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

শিশু বলাৎকারের ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আমঝুপি ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরকে আরও সচেতন হতে হবে। তারা গোলাম মোস্তফার

ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরু করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। বক্তারা আরও বলেন, এমন অপরাধের সুষ্ঠু বিচার না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড বহন করে “যৌন হেনস্থা বন্ধ হোক”, “ধর্ষক মোস্তফার বিচার চাই” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

পরে একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের কাছে প্রদান করা হয়।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফাকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাধারণ মানুষের দাবি, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।

পারভেজ হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দর্শনায় ছাত্রদলের মানববন্ধন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা ছাত্রদলের ১২৩ ব্যাচের টেক্সটাইল বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম পারভেজকে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজ শহীদ মিনার চত্তরে মোফাজ্জল হোসেন মোফা’র সভাপতিত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ন আহ্বায়ক সাফায়েত জামিল পাপ্পু, আসিফ হাসান, রাজু আহমেদ, রাকিবুল হাসান রিফাত, আমিন হাসান, মুশফিকুর রহমান, সাইফ,

আব্দুল হাই, নাফিস ইকবাল, নিশান, এছাড়া জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মোরশেদুর রহমান লিংকন, যুগ্ন সম্পাদক আলতাফ হোসেন, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মুকিত ও হাসিবুল হাসান শান্ত এবং দর্শনা থানা ছাত্রদলের যুগ্ন আহ্বায়ক সামাউল হাসান, সাহেদ ইসলাম সুজন ও দর্শনা ডি এস মাদ্রাসা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাব আহম্মেদ প্রমুখ।

এ সময় বক্তরা ছাত্রলীগ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের হত্যার দায়ী করেন। এবং পারভেজ হত্যা কারি ও সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি করেন। বক্তরা আরও বলেন পারভেজ কলেজ চত্তরের পাশে বসে ছিল, পাশ থেকে দুইটা মেয়েকে দেখে হাসে। পরে সে মেয়েটি তার বয় ফ্রেন্ডকে খবর দিলে তারা ৭-৮ জন এসে বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে নৃশংস ভাবে খুন করে। এমন জঘন্যতম খুনের ঘটনায় তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি করেন এ মানববন্ধনে।

চঞ্চলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন

ইসলাম, মুসলিম, ঈমান ও ফিলিস্তিন নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে চঞ্চল মাহমুদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর জেলার তৌহিদী জনতা।

বুধবার (৯ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলার তৌহিদী জনতার ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে গ্রেপ্তার অবস্থায় রয়েছে যার জন্য প্রশাসনের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে আমরা কৃতজ্ঞ। তবে এত বড় অপরাধের জন্য শুধু গ্রেপ্তারই যথেষ্ট নয়। আমরা চাই, তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন ধৃষ্টতা করার সাহস না পায়।

তারা আরও বলেন, ইসলাম ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত নাস্তিক চঞ্চল মাহমুদকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা খেলাফত মজলিশের সভাপতি মুফতি হুসাইন আহমাদ, সেক্রেটারি মুফতি মিনারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মাহবুবুর রহমান, কুতুবপুর ইউনিয়নের শৈলমারি ২নং ওয়ার্ডের সভাপতি মো. খায়রুল ইসলাম, জেলা নাগরিক কমিটির সদস্য হাসনাতসহ স্থানীয় তৌহিদী জনতা।

ঝিনাইদহে নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন

মাগুরায় ৮ বছরের শিশু আছিয়াসহ সারাদেশে নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস নামের এক সংগঠন। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে মানবাধিকার ডিফেন্ডার ফোরামের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আহম্মদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, তরুন দলের সদস্য শারমিন আক্তার ইমু, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ারের নির্বাহী পরিচালক চন্দন বসু মুক্তসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী ও শিশুরা প্রতিনিয়ত ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এসব বর্বর ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা আরও সাহস পাচ্ছে। তারা দ্রুত

বিচার আইনের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সেই সঙ্গে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর জোর দেন বক্তারা।

শিক্ষক নিবন্ধন সনদ ভুয়া, শাস্তির মুখে শিক্ষক আবুল খায়ের

শিক্ষক নিবন্ধন সনদ টেম্পারিং করে অন্যের সনদে নিজের নাম বসিয়ে ভুয়া সনদে চাকরি নিয়ে দীর্ঘ ১৪ বছর বেতন-ভাতা উত্তোলন করে আসছিলেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর মুনছুর আলী একাডেমি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) আবুল খায়ের।

অবশেষে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) কাছে যাচাই-বাছাইতে ধরা পড়ে জাল-জালিয়াতির ঘটনা। গত ২৩ অক্টোবর ঝিনাইদহে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভুয়া সনদে চাকরির অভিযোগ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নড়ে চড়ে বসেন শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

ঝিনাইদহ জেলা শিক্ষা অফিসার আজহারুল ইসলামের নির্দেশে গত ২৯ অক্টোবর অভিযুক্ত শিক্ষক আবুল খায়েরের নিয়োগকালীন সকল কাগজপত্রসহ তার শিক্ষা নিবন্ধন সনদের কপি চেয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে জেলা শিক্ষা অফিসে তলব করা হয়।

প্রধান শিক্ষক আমিন উদ্দীন অভিযুক্ত শিক্ষকের কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসে জমা দেন। জেলা শিক্ষা অফিসার কাগজপত্র দেখার পর তার কাছে শিক্ষা নিবন্ধন সনদটি জাল বলে সন্দেহ হয়। এরপর তিনি ওই সনদ যাচাইয়ের জন্য এন-টিআরসিএতে পাঠান। যাচাই বাছাই শেষে গত ১৯ নভেম্বর এনটিআরসিএ থেকে আবুল খায়েরের সনদটি ভুয়া ও জাল উল্লেখ করে সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-৩) সাইফুল ইসলাম প্রত্যয়নপত্র দেন। এনটিআরসিএ থেকে পাঠানো সাইফুল ইসলাম